সংবাদ

05 NOV 2013

ভিসির পদত্যাগ দাবিতে

অসহযোগ আন্দোলনের ডাক জাবি শিক্ষক সমিতির

● সাধারণ শিক্ষক ফোরামের বারান্দায় টানা অবস্থান

প্রতিনিধি, জাবি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. আনোয়ার হোসেনের পদত্যাগ দাবিতে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন শিক্ষক সমিতি। পাশাপাশি রোববার রাত ১০টা থেকে উপাচার্যের বাসভবনের বারান্দায় টানা অবস্থান করে আসছেন 'সাধারণ শিক্ষক ফোরাম'।

রোববার উপাচার্য শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক অজিত কুমার মজুমদারকে চাকরি বিধি তুলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন ও ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধের দায়ে অভিযুক্ত করে কারণ দর্শানোর নোটিস দিলে বিক্ষুব্ধ হয়ে আন্দোলনের : পৃষ্ঠা ২ ক : ৫

আন্দোলনের : ডাক

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

উঠেন শিক্ষকরা। পাশাপাশি তার সঙ্গে যোগ হয় গত ২২ তারিখ ২ জন হল প্রাধ্যক্ষকে অব্যাহতি দেয়া। যা কার্যকর না করার জন্য শিক্ষা বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সিদ্ধান্ত দেন। পরে উপাচার্য কমিটির সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন বলে সংবাদ সম্মেলন করলেও সম্প্রতি ওই অব্যাহতি আদেশ কার্যকর হবে বলেই নোটিস জারি করে নতুন ২ জন প্রাধ্যক্ষ নিয়োগ দেন।

শিক্ষকদের দাবি চাকরি বিধি হলো শিক্ষক সমিতি কর্তৃক প্রণীত বিশ্ববিদ্যালয়ের সুশৃঙ্খলের জন্য একটি গঠনতন্ত্র। যা উপাচার্য ব্যবহার করতে পারেন না। অন্যদিকে কোন শিক্ষক বা কোন অফিসারকেও কোন ধরনের কারণ দর্শানোর নোটিস বা সতর্কীকরণের নোটিস দেয়ার প্রয়োজন হলে তা সিন্ডিকেট হতে পাস করাতে হবে। অথচ উপাচার্য নিজের থেকে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে এ ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

রোববার বিকেলে শিক্ষক সমিতির সভাপতিকে এ নোটিস দেয় বলে জানা যায়। পরে রাত ১০টার দিকে 'সাধারণ শিক্ষক ফোরামের ব্যানারে শতাধিক শিক্ষক উপাচার্যের বাসভবনে যান এবং উপাচার্যের কাছে এর ব্যাখ্যা চান। তবে উপাচার্য এর কোন উত্তর না দিয়ে বাসার ভেতরে চলে যান। তৎক্ষণাৎ শিক্ষকরা উপাচার্যের পদত্যাগ না করা পর্যন্ত তাঁর বারান্দায়ই অবস্থান করবেন বলে ঘোষণা দেন। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত শিক্ষকরা সেখানে একদিন একরাত ধরে অবস্থান করে আসছেন। তারা উপাচার্যের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের কাউকে সাক্ষাৎ করার সুযোগ দিচ্ছেন না। তবে গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য এ বিষয়টি শিথিল থাকলেও ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ না করে সবাই মিলে বা কয়েকজন মিলে সাক্ষাৎ করার জন্য গণমাধ্যমকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

গতকাল দুপুর ১টার দিকে শিক্ষক ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেন শিক্ষক সমিতি। এতে সর্বাত্মক ধর্মঘটের পাশাপাশি অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দেয়া হয়। অসহযোগ আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ধরনের অঙ্গ-সংগঠনকে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানান সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মো. শরীফ উদ্দিন। শিক্ষক সমিতির নির্বাচিত নেতারা এক জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত নেন বলে জানান তারা।

এদিকে দুপুর ২টার দিকে উপাচার্যের বাসভবনের বারান্দায় সংবাদ সম্মেলন করেন 'সাধারণ শিক্ষক ফোরাম'। তাদের আন্দোলনের সঙ্গে অফিসার সমিতি ও কর্মচারী ইউনিয়ন একাত্মতা প্রকাশ করেছেন বলে জানান। এছাড়াও সংবাদ সম্মেলনে উপাচার্যের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ তুলেন আওয়ামীপন্থি শিক্ষক ও সংগঠনটির আহ্বায়ক অধ্যাপক মো. হানিফ আলি। তার মতে উপাচার্য হিন্দু শিক্ষকদের ধরে ধরে লাঞ্ছিত ও দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিচ্ছেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক অজিত কুমার মজুমদারকে নোটিস প্রদান, জাহানারা ইমাম হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্যামল কুমার রায়, মীর মোশাররফ হোসেন হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক সুকল্যাণ কুমার কুণ্ডু ও সাবেক প্রক্টর অধ্যাপক তপন কুমার সাহাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়ার বিষয়গুলো তুলে ধরেন।

অন্যদিকে কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি আবদুর রহীম সাংবাদিকদের বলেন উপাচার্য আগামী বৃহস্পতিবারের মধ্যে পদত্যাগ না করলে আমরাও কর্মসূচি ঘোষণা করব।

এদিকে শিক্ষক সমিতির টানা তৃতীয় দিনের মতো সর্বাত্মক ধর্মঘট পালিত হয়েছে। ফলে প্রায় সব ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধের পাশাপাশি বন্ধ ছিল ২টি প্রশাসনিক ভবন। তবে শিক্ষার্থীদের বাস ধর্মঘটের আওতামুক্ত করার কথা থাকলেও হরতালের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরিবহন যাতায়াত করেনি।

উপাচার্যের সঙ্গে সার্বিক বিষয় নিয়ে মুঠোফোনে কথা বলার চেষ্টা করা হলেও তা সম্ভব হয়নি।